



268821 - তার স্বামী নজিরে সম্পদ হারাম পথে ব্যয় করে এমতাবস্থায় স্বামীকে না জানিয়ে সন্তানদরে জন্ম সঞ্চার করার জন্ম স্বামীর সম্পদ থেকে কচ্ছু কচ্ছু গ্রহণ করা যাবে কি?

প্রশ্ন

আমার বয়সে হয়েছে ১০ বছর। আমার দুটো বাচ্চা আছে। বয়সে ৫ বছর পর থেকে আমার স্বামী আমাকে প্রত্যাখ্যান করা শুরু করেছে। বাচ্চাদরে কারণে আমি সহ্য করে যাচ্ছি। হয়তো বা সবে আমার দিকে ফিরে আসবে। কিন্তু, আমি অনুসন্ধান করে বের করেছি যে, সবে অন্য নারীদের প্রতি আগ্রহী। আমি আমার চাকুরী ছেড়ে তার সাথে অন্যত্র চলে এসেছি। আমার পরিবারের কাউকে জানাইনি। আমি তাকে রাজি করাতে চেষ্টা করেছি যে, আরকেট বয়সে করে আমার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টমূলক আচরণ কর। কিন্তু সবে রাজি হয়নি। আমি আমার বাচ্চাদরে কারণে তার সাথে আছি। উল্লেখ্য, সবে একজন চমৎকার বাবা এবং আমাকে অপমান করে না। কিন্তু, আমি লক্ষ্য করেছি সবে ময়েদের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এমতাবস্থায় তার সন্তানদরে জন্ম সঞ্চার করার নীতিতে তার অজান্তে কচ্ছু অর্থ গ্রহণ করা আমার জন্মে জায়গে হবে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি আপনার স্বামী আপনার ও আপনার সন্তানদরে ভরণ-পোষণ চালায় তাহলে তার সম্পদ থেকে কোন কচ্ছু গ্রহণ করা আপনার জন্মে জায়গে হবে না। যহেতে কারণে আন্তরিক সম্মতি ছাড়া সম্পদ গ্রহণ করা হারাম। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে মুমনিগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খয়ে না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।”[সূরা নসি, আয়াত: ২৯]

এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নশিচয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত-আব্রু তোমাদের পরস্পরের জন্ম হারাম (পবিত্র) যমেনভিবে তোমাদের এই দিনটি তোমাদের এই মাসে ও এই দেশে হারাম (পবিত্র)। এখানে উপস্থিতি ব্যক্তি যনে অনুপস্থিতি ব্যক্তির নিকট এসব কথা পৌঁছে দেয়।”[সহিহ বুখারী (৬৭) ও সহিহ মুসলিম (১৬৭৯)]

এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন: “কোন ব্যক্তির সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ হবে না যদি না সে ব্যক্তি মন থেকে না দেয়।”[মুসনাদে আহমাদ (২০১৭২), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করেছেন]



যদি তিনি আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণ দিতে কসুর করেন তাহলে তার সম্পদ থেকে সংযত পরিমাণ গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়যে হবে। দলিল হচ্ছে আয়শো (রাঃ) এর হাদিস তিনি বিবরণ করেছেন যে, “হিন্দ বনিতা উতবা বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! নশিচয় আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। তিনি আমি ও আমার ছেলেরে জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমাকে দিয়ে না; তবে আমি তার অজান্তে যা কিছু গ্রহণ করি সেটা ছাড়া। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “সামাজিক-প্রথা অনুযায়ী যতটুকু আপনার জন্য ও আপনার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট আপনি ততটুকু গ্রহণ করুন।” [সহিহ বুখারী (৫৩৬৪)]

আর যদি তিনি আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণ দিতে কসুর না করেন তাহলে তার অসম্মতভাবে তার সম্পদ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়যে হবে না।

সুতরাং আপনার জন্য যা বধৈ নয় তার সম্পদ থেকে তা গ্রহণ করা কথিবা গোপন করা থেকে সাবধান হোন; এমনকি সেটা সন্তানদের জন্য সঞ্চার করার যুক্তিতে হলেও। কারণ তার সম্পদের উপর আপনার কর্তৃত্ব নহে এবং বাবা জীবিত থাকতে বাবার সম্পত্তিতে সন্তানদের ভরণ-পোষণ ছাড়া আর কোন অধিকার নহে। আর যদি আপনার স্বামী সঞ্চার করার অনুমতি দেন তাহলে সেটা হতে পারে।

যেমন আপনি যদি তাকে বলেন, ঘরঘরে খরচের পর যা কিছু অতিরিক্ত থেকে যায় সেটা আপনি সন্তানদের জন্য সঞ্চার করবেন; তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে কোন দোষ নহে। তখন সেটা হবে “সম্পদ পলে উপহার দি” এ শ্রেণী।

আপনার উচিত আপনার স্বামীকে আল্লাহর ভয় ও তাঁর নজরদারির উপদেশে দায়ো এবং সম্পদ রক্ষা করার নসীহত করা।

তাছাড়া আপনার উচিত তাঁকে ভাল কাজের দায়ো ও খারাপ পথ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ পথ অনুসরণ করা, ধৈর্য ধারণ করা, সওয়াব প্রত্যাশা করা এবং আপনার সন্তানদের প্রতিপালনের উপর গুরুত্ব দায়ো। তার সাথে জীবন-যাপন করতে গিয়ে আপনি যে কষ্ট পাচ্ছেন তাতে ধৈর্য ধারণ করা। কারণ পরিবার ভেঙে যাওয়া ও সন্তানদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চয়ে ধৈর্য ধারণ করা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “জনে রাখুন, কষ্ট সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। ধৈর্যের সাথে আসে বজ্র। বপির সাথে আসে মুক্তি। দুঃখের সাথে আছে সুখ।” [মুসনাদে আহমাদ (২৮০৩), এবং অন্য গ্রন্থকারও হাদিসটি সংকলন করেছেন। আহমাদ শাফেরি ও অপরাপর মুসনাদের মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

একজন স্ত্রী তার স্বামীকে দায়ো প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা উচিত ইতিপূর্বে 154172 নং প্রশ্নোত্তরে এমন কিছু পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি সেগুলো একটু দেখুন।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার স্বামীকে হদায়ত করেন এবং আপনার অন্তরে স্বস্তি এনে দেন।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।